স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরে সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৭ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 23rd Sept. 1964 | ১৯শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

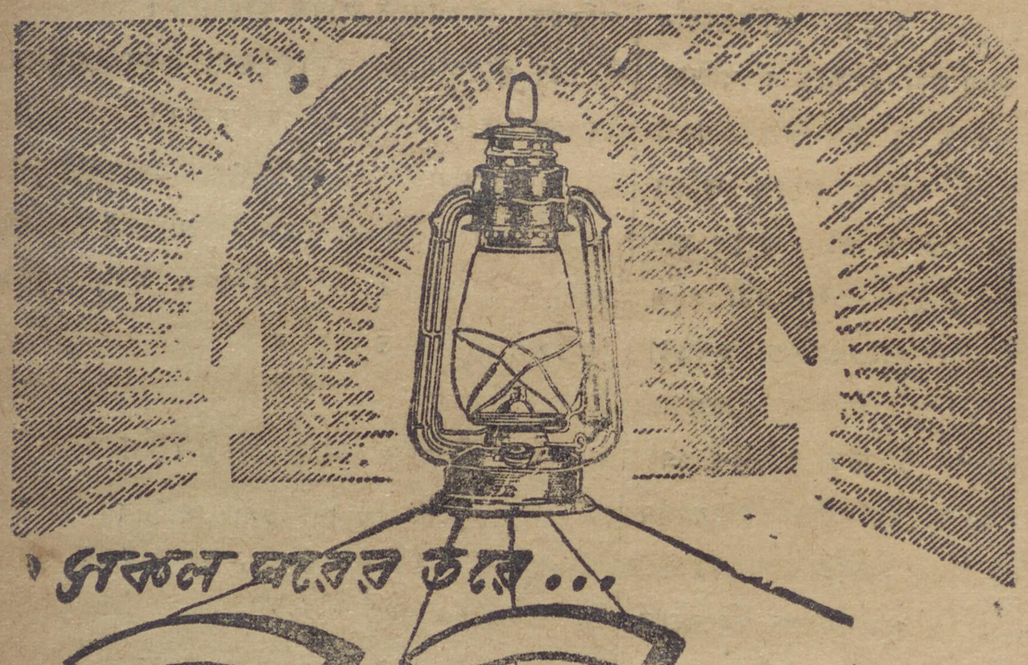

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

[illegible] ও বিপুলতা আমাদের [illegible]

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

বিশ্ববিদ্যালয়

—•—

বিশ্বের যাবতীয় বিদ্যার আলোচনার গৃহ বলিয়া এই শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্রের নাম বিশ্ববিদ্যালয়। অতীতে ইহা কি ছিল, আর বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে ইহা কি আকার ধারণ করিয়াছে, ভাবিতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়। এখন ইহাকে "বিশ্বের বিদ্যার আলয়" না বলিয়া, যাবতীয় বিদ্যা এইখানে আসিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ইহার নাম "বিশ্ববিদ্যা লয়" বলিলে যেন মানায় ভাল।

এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীনে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শতকরা ৫ জনও পণ্ডা অর্থাৎ বেদোজ্জলা বুদ্ধি লাভ করে কিনা সন্দেহ। ইহাদের বিদ্যা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সততা নামক পুরাতন গুণ যেন অদৃশ্য হইয়া যাইতে আরম্ভ করে। সত্য কথা বলিতে গেলে—ইহাকে কেরাণী তৈরীর কারখানা (Clerk making Factory) বলিলে বেশী বলা হয় না।

দেশের লোক গতানুগতিক হইয়া এই প্রতিষ্ঠানের অধোগতিতে যেন সহায়তা করিতেছে। এই তথাকথিত বিদ্যার মোহে দেশের প্রত্যেক সম্প্রদায় পূর্ব্ব পুরুষের পারিবারিক অনায়াসলব্ধ বিদ্যা লয় করিয়া ফেলিতেছে এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—দেশে তন্তুবায় সম্প্রদায় দেশের সব লোকের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র সরবরাহ করিতে সমর্থ হইত। একজন অনুপম প্রতিভাশালী তন্তুবায়নন্দন স্বীয় অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তার গুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি লাভ করিলেন, তখন তাঁহার স্ববৃত্তি স্বাধীন শিল্পের দিকে দৃষ্টি পড়িল গিয়া উচ্চ বেতনের পরাধীন চাকরি বৃত্তির উপর। তখনকার সরকার এইভাবে দেশের প্রতিভাসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণকে দাসশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দেশের লোকের স্বাধীন মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া পরাধীনতার আপাত সুমিষ্ট আস্বাদের লোভে লোককে প্রলোভিত করিতে লাগিল। দেশের নানা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী শিল্পী-সম্প্রদায়ের প্রতিভাবান্ সন্তানগণ স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিল।

সরকার নিয়ম করিল—প্রবেশিকা (বর্ত্তমানে স্কুল ফাইনাল) পরীক্ষায় পাশ না করিলে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। স্ববৃত্তিতে ঘৃণা ও শ্ববৃত্তিতে (শ=কুকুর) রুচি জন্মাইবার উদ্দেশ্যই বণিক-সরকারের ছলে, বলে, কৌশলে সবকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া রাখা। সব সম্প্রদায়ের সব ছেলেই প্রতিভাসম্পন্ন নহে। প্রতিভাবান স্বজাতির উচ্চপদ লাভ দেখিয়া প্রলোভনে পড়িয়া, বাপ পিতামহের জীবিকায় বীতশ্রদ্ধ স্বল্প মেধাবী বালকও উচ্চপদ লাভের আশায় প্রবেশ করিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে উচ্চপদ লাভ করার মত বিদ্যাও হইল না, পৈতৃক বিদ্যাও শিক্ষা করা হইল না। এইভাবে স্বসম্প্রদায়ের হাতের বিদ্যা ছাড়িয়া ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া, কিছুই হইল না। তন্তুবায় নন্দন একজন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, এই লালসায় লক্ষ লক্ষ সুদক্ষ বস্ত্রশিল্পীর বংশধরগণ স্বাধীন শিল্পকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিদ্যার গুণে কেরাণীতে পরিণত হইল। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেদের শিল্প নৈপুণ্যে সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসীকে স্তম্ভিত করিত, তাহাদের সন্তান আজ দুটী অন্নের জন্য দাসত্ব গ্রহণ করিয়া ঘুষখোর তস্করে পরিণত হইয়া—"ঐ বুঝি কে দেখ্‌লে, ঐ বুঝি সাহেবের কাণে কে তুলিল!"—ভাবিয়া ভীত ও স্তম্ভিত জীবনযাপন করিতেছে। একখানি গামছার জন্য সাত দরজা ঘুরিয়া মাড়োয়ারীর দ্বারস্থ হইয়া লাইনে দাঁড়াইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। এইভাবে দেশের সমস্ত শিল্পী আজ অন্নের কাঙাল। কুম্ভকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, ভাস্কর প্রভৃতি সকল শিল্পী আজ স্ববিদ্যায় বিমুখ হওয়ায় দেশের সবকে আজ তাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য হয় ইউরোপ, না হয় আমেরিকার দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইয়াছে।

স্কুল ফাইনাল পাশ না করিলে সরকারী আপিসে নকরী হয় না, কাজেই যেমন করিয়াই হউক এই দেবদুর্ল্লভ সনদ লইতেই হইবে। পরীক্ষাগৃহে ছাত্রগণ অভিভাবকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে কত রকমারী দুর্নীতি অবলম্বন করে তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীমান্‌দের অসদুপায় অবলম্বনে বাধা দিতে গিয়া কত 'গার্ড' প্রহার খাইয়াছেন, কোন কোন হতভাগ্য এই প্রহরীর কার্য্য করিতে গিয়া দেশের ভাবী আশা ভরসা স্বরূপ ছাত্রগণের হস্তে নিধনও হইয়াছেন—কথাও শোনা যায়।

সম্প্রতি রান্নাঘরে কুকুর ঢোকার মত এই সব পবিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারূপে কুত্তা—স্বভাবসম্পন্ন পাপাশয়গণ ঘৃণিত সামান্য স্বার্থের জন্য সমস্ত পবিত্রতা নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যে কারখানার—কর্ত্তাব্যক্তিরা এমন সেখানে যে চিজ তৈরী হবে তাও হবে তেমনি।

আমরা বৃথাই তরুণ ছাত্রগণকে অযথা দোষারোপ করি। আগে এই সব সয়তানবিদ্যা ব্যবসায়ীদের দূরীভূত না করিলে, এ কারখানায় সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিত তৈরী হইতে পারে না।

ট্রেণের সময় পরিবর্ত্তন

নিম্নের সময়ানুযায়ী ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৬৫ পর্য্যন্ত ট্রেণসমূহ জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে চলাচল করিবে।

আপ ট্রেণ (বারহারোয়া অভিমুখে)

৩৭৯নং	কাঃ-বারহারোয়া	আসে	৯-২৫	ছাড়ে ৯-৩৩
৩৩৩নং	হাওড়া ফরাক্কা	,,	১৫-১৩	,, ১৫-২১
৩৪৫নং	হাওড়া-বারঃ	,,	২০-৫৫	,, ২১-০৪
৩৩১নং	হাওড়া-গয়া	,,	১-০৫	,, ১-১০
৩৪৭নং	হাওড়া-ফরক্কা	,,	৩-৫৩	,, ৪-০২

ডাউন ট্রেণ (হাওড়া অভিমুখে)

৩৪৮নং	ফরক্কা-হাওড়া	আসে	০-৫৬	ছাড়ে ১-০৬
৩৪৬নং	বারঃ-হাওড়া	,,	৬-১০	,, ৬-২০
৩৩৪নং	ফরক্কা-হাওড়া	,,	১২-৩৯	,, ১২-৪৯
৩৮০নং	বারঃ-কাটোয়া	,,	১৬-০৬	,, ১৬
৩৩২নং	গয়া-হাওড়া	,,	১৭-৫৪	,, ১৮-০২

আছে ধর্ম্ম নাই বিনাশ

১ম চাষা—ত্যালা মাথায় ত্যাল দেওয়া পাইসাওয়ালা বাবুদের কাজ।

২য় চাষা—আমার যদি পাইসা হয়, তবে গাঁয়ে কাঙাল থুবো না।

১ম চাষা—সবকে গাঁ ছাড়া কর্‌বি।

২য় চাষা—আরে, না, না, কারো খাবার পরবার ভাবনা রাখবো না।

বৃদ্ধের প্রমদা প্রমাদ

কর্ত্তা—ওগো! কেঁদে আর দুসমন হাঁসায়ো না।

গিন্নি—ভগবান্ কাঁদতে বলেছেন, কাঁদছি। তোমার যত আত্মীয়া সব বিদুষী। কেউ বি-এ, কেউ এম-এ। আর আমি? 'ক' অক্ষর জানি না। আমার মরণ ভালো। আমায় যদি বি এ, পাস না করাও তবে এ প্রাণ রাখবো না। তুমি টাকাগুলো দেখো আর তাদের সোহাগ ক'রো! টাকার অসাধ্যি কোন কাজ আছে? আস্‌ছে বছরই আমার বি, এর সনদ চাই।

কর্ত্তা—কুছ্ পরোয়া নাই। ২৫০০০৲ টাকা এষ্টিমেট থাকলো। আমার আগেকার পক্ষের শালী এম·এ, তাকে এই টাকা দিয়ে, তোমার নামে পরীক্ষা দেওয়াবো। যাও, চান করো খাও!

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

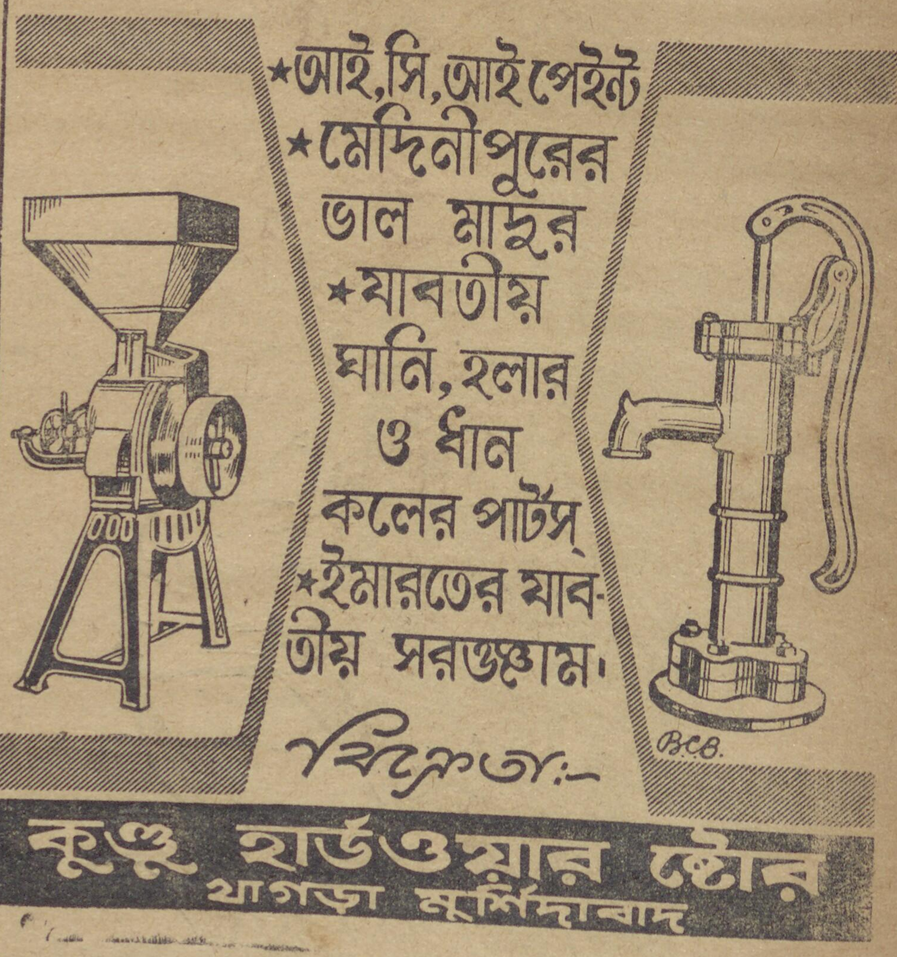

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।